সংবাদ পরিষেবা

ডিসেম্বর - ২০১৬

BOOK POST PRINTED MATTER

কৃষি,স্বাস্থ্য,পরিবেশ ও বাস্তুবিদ্যা বিষয়ক এই তথ্য-মাসিক কোনো সংবাদপত্র নয়, বরং সংবাদ বিনিময়-পত্র। এই বিনিময়-প্রয়াসে যুক্ত বাংলা-আসাম -ত্রিপুরা-বাংলাদেশ সহ বঙ্গভাষী বৃত্তের বিবিধ আঞ্চলিক সংবাদ-সাময়িকী।

‘বিমার’ ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা

২২/৩৮

এ বছর খরিফ মরশুমে ৩ কোটি ৫০ লাখ চাষি তাদের ফসলের বিমা করিয়েছে। যা **নিঃসন্দেহে** উল্লেখযোগ্য। কারণ ২০১৩ ও ২০১৫’র খরিফ মরশুমে যথাক্রমে ১ কোটি ২১ লাখ এবং ২ কোটি ৫৪ লাখ চাষি বিমা করিয়েছিলেন। টাকার হিসেবে ২০১৩ সালে ৩৪ হাজার ৭৫৪ কোটি, ২০১৫ সালে ৬০ হাজার ৭৭৩ কোটি টাকার বিমা হয়েছিল। এ বছরে যা দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ৮ হাজার ৫৫০ কোটি টাকায়। কিন্তু বিমা কার্যক্রমের আসল পরীক্ষা হয়, যখন মানুষ অসুবিধায় পড়ে। এ বছর ভালো বর্ষা হওয়ায় দু-একটি জায়গা ছাড়া খরিফের ফলন ভালোই হয়েছে। ফলে বিমা কোম্পানিগুলিকে সেরকমভাবে কোনো অর্থ ফেরত দিতে হয়নি। কিন্তু **দুঃখের** বিষয় হলেও সত্যি, উত্তরপ্রদেশ, বিহার এবং আসামে যে বন্যা হয়েছিল তাতে ক্ষতিগ্রস্ত চাষিরা আজও ক্ষতি পূরণের আশায় হন্যে হয়ে ঘুরছেন।

যৌবকৃষি

২২/৩৯

ভারতের চাষি এবং খেত মজুরদের গড় বয়স ৫২। এর মধ্যে বেশিরভাগের বয়স ৪০ থেকে ৬৫ বছরের মধ্যে। ২০ থেকে ৩০ বছরের মাত্র ৩.৫ শতাংশ মানুষ কৃষিকাজে যুক্ত। এর অর্থ হল যুব সম্প্রদায় কৃষি বিমুখ হয়ে পড়েছে। এ রিপোর্ট ভারত সরকারের কৃষি দফতরের। এই তথ্যে চিন্তিত বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজনীতির বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের বক্তব্য, এই ঘটনা ভারতের কৃষিক্ষেত্রে এক বিপজ্জনক সূচক। কারণ এতে দেশের খাদ্য উৎপাদন ভবিষ্যতে কমতে পারে। ফলে খাদ্য নিরাপত্তাও **বিঘ্নিত** হবে।

ভারতে গড় জমির পরিমাণ .৫৭ হেক্টর এবং ৬০ কোটির বেশি মানুষ কৃষি এবং কৃষি-সংশ্লিষ্ট পেশার সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু তথাকথিত ‘উদারনীতি’ গ্রহণের পর থেকে একদিকে কৃষি বাজার যেমন সঙ্কুচিত হয়েছে। অন্যদিকে বাজারে চাষিদের অংশগ্রহণও কমেছে। একইসঙ্গে কৃষিক্ষেত্রে সরকারি বিনিয়োগ প্রচুর পরিমাণে কমেছে। ফলে এই ছোট ছোট জমি আর লাভজনক থাকছে না। কৃষিকাজের প্রতি সরকারের অবহেলায় মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) ক্রমশ কমছে। আর যার জন্য কৃষক পরিবারের যুবরা অন্যান্য অর্থকরী কাজে যোগ দিচ্ছে।

এর থেকে তাহলে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায় কী? বিশ্ব খাদ্য সংস্থা (এফএও) **ইন্টার** ন্যাশনাল ফান্ড ফর এগ্রিকালচার **ডেভেলপমেন্ট** (আইএফএডি)-এর মতে, কৃষি থেকে পর্যাপ্ত আয় বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন সুযোগ তৈরি করা দরকার। আর সরকারের এক্ষেত্রে আরো নজর দেওয়াও জরুরি। এর জন্য গ্রামীণ পরিকাঠামোর ব্যবস্থা করে কৃষি ব্যবসায়ীদের জন্য নতুন বাজারের ব্যবস্থা, উৎপাদক সমবায়ের তৈরির কাজের প্রচার ঘটানো দরকার। জৈব কৃষি বা বিকল্প কৃষি কাজের প্রসার ঘটানো দরকার। এসবের মাধ্যমে কৃষি কাজ লাভজনক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে যুব সম্প্রদায়ের নিরাপদ জীবিকার সম্ভাবনা এর মাধ্যমে তৈরি এবং

কৃষিক্ষেত্রে যুব সম্প্রদায়ের ফিরে আসার সুযোগও তৈরি হতে পারে। কৃষি নিয়ে বিকল্প ভাবনা সরকারকে ভাবতেই হবে, কারণ বিপুল পরিমাণ লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হওয়ার আর কোনো ক্ষেত্র এখনো এদেশে তৈরি হয়নি।

আয়, পুষ্টি ও কৃষি

২২/৪০

কৃষিক্ষেত্রে মোট দেশজ উৎপাদন দেশের মোট আয়ের ১৫ শতাংশ, যা ক্রমশ কমছে। দেশে উৎপাদিত ১০ শতাংশ কৃষিজ সামগ্রী রফতানি হয়। মোট ৫৮ শতাংশ মানুষ কৃষিক্ষেত্র থেকে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে। আর সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ দেশে ১২৫ কোটি মানুষের খাদ্যের সংস্থান করে কৃষি। উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির খাদ্যের চাহিদা বাড়ছে তাদের আয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই। কিন্তু বেশিরভাগ মানুষই ধারাবাহিক অপুষ্টিতে ভুগছে। একইসঙ্গে যারা অতিরিক্ত খাচ্ছে তাদেরও মোট হওয়া, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস ইত্যাদি রোগ বাড়ছে।

অপুষ্টিতে আক্রান্তদের খাওয়াতে, দেশের দরকার ৩-৪ শতাংশ অতিরিক্ত খাবার। এছাড়াও জনসংখ্যা যে হারে বাড়ছে, তার জন্যও বেশি খাদ্য উৎপাদন জরুরি। সাধারণত দেখা যায়, পরিবারে আয় বাড়লে খাবারে বৈচিত্র্য আসে। তখন শুরু কার্বহাইড্রেট বা শর্করা জাতীয় নয় - প্রোটিন, তেল, ভিটামিন জাতীয় খাবারের চাহিদাও বাড়ে। কিন্তু আয় বাড়বে কীভাবে, যখন কাজের ক্ষেত্র ক্রমশ সঙ্কুচিত হচ্ছে? সরকার এসব নিয়ে খুব একটা চিন্তিত বলে মনে হয় না। কারণ কৃষিসহ সামাজিক খাতে ব্যয় বরাদ্দ ধারাবাহিকভাবে কমছে।

জৈব চাষের প্রসার

২২/৪১

সরকার ন্যাশনাল মিশন ফর সাসটেনেবল এগ্রিকালচারের মাধ্যমে দেশে পরম্পরাগত কৃষি বিকাশ যোজনা (পিকেভিওয়াই) চালু করেছে জৈব কৃষির প্রসারের জন্য। এই কাজ চলছে ২৯টি রাজ্য এবং একটি **কেন্দ্র**শাসিত অঞ্চলে। এই স্কিমে ২০ হেক্টরের এক একটি ক্লাস্টার বা জোটে একটি পরিকল্পনা করা হচ্ছে। যার প্রয়োগ এবং তদারকির কাজ করছে রাজ্য সরকার। প্রতি হেক্টর পিছু জমিতে ৩ বছরে সর্বাধিক ৫০ হাজার টাকা সহায়তা করা হবে এই যোজনায়। এর ফলে ৩ বছরে ২০ হেক্টর করে ১০ হাজার ক্লাস্টার তৈরি হবে। অর্থাৎ মোট ২ লাখ হেক্টর জমি জৈব কৃষির আওতায় আসবে। তবে ২০১৫ সালে প্রকল্প শুরু হলেও এখনো অবধি ৭১৮৬ টি ক্লাস্টার তৈরি হয়েছে।

আমাদের দেশে মোট চাষের জমি রয়েছে প্রায় ১৬ কোটি হেক্টর। এর মধ্যে ২ লাখ হেক্টর জমি মানে দেশের .১৩ শতাংশ জমিতে জৈব চাষ হচ্ছে। ২০১০ সাল অবধি যে হিসেব পাওয়া যাচ্ছে, তাতে মোট জমির ৬৫ শতাংশে সেচের কোনো ব্যবস্থা নেই। স্বাভাবিকভাবেই এই সব জমিতে একবার মাত্র ফসল ফলে। এই জমিগুলি নিয়েই পরিকল্পনা করে পরম্পরাগত কৃষি কাজ করলে, দোফসলি এমনকী তিন ফসলি অবধি করা সম্ভব। যার উদাহরণ বিভিন্ন রাজ্যে ছড়িয়ে রয়েছে। আমাদের রাজ্যের বাঁকুড়া, পুরুলিয়া জেলায় ধানের পর টক ট্যাঁড়শ চাষ হত অনেক যুগ আগে। বর্তমানে এই চাষ ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে সফল হয়েছে বিভিন্ন সংগঠন। ফলে চাষিরা একটা অতিরিক্ত ফসল পাচ্ছে সম্পূর্ণ জৈব পদ্ধতিতে চাষ করে। সরকার এদিকটা একটু খতিয়ে দেখতে পারে।

পুষ্ট ভারতের সন্ধানে

২২/৪২

ভারতের বেশিরভাগ মানুষ ধারাবাহিক অপুষ্টিতে ভোগে। বিশেষ করে মহিলা এবং শিশুরা এর শিকার বেশি। এর জন্য শুধু সাধারণ দানা শস্যের উৎপাদন বাড়ালেই চলবে না। কৃষি বিষয়ক নীতিও কিছুটা বদল করা দরকার। এর মধ্যে কয়েকটি হল -সাধারণ দানা শস্যের (ধান, গম ইত্যাদির) সঙ্গে পুষ্টিগুণ সম্পন্ন ছোট দানা শস্য, ডাল, তেলের চাষ, গবাদি পশু সহ ছোট প্রাণী এবং মৎস্য সম্পদ উৎপাদনের প্রসার। **গণবন্টন** ব্যবস্থার মাধ্যমে ডাল ও তেলের সরবরাহ। খাদ্যের মান উন্নয়ন এবং মূল্যযোগ (Value addition) এবং সুসংহত শিশু বিকাশ কার্যক্রম (আইসিডিএস) এবং স্কুলে দুপুরের মধ্যাহ্ন ভোজন (মিড ডে মিল)-এ প্রোটিন এবং অণুখাদ্য সম্পন্ন খাবারের জোগান। এর জন্য সরকারকে যদি কিছুদিন ভরতুকি দিতেও হয় তাতে ক্ষতি নেই, কারণ দেশ গঠনের ক্ষেত্রে এই কাজটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

উপকূলে মাছ কমছে

২২/৪৩

জলবায়ু বদল, পরিবেশের অবক্ষয়, যথেচ্ছ মাছ ধরার কারণে ভারতের পূর্ব উপকূল, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ এবং ওড়িশার

উপকূলে বহু প্রজাতির মাছের অস্তিত্ব সঙ্কটের মুখে। একথা জানিয়েছে মেরিন ফিশারিজ রিসার্চ ইন্সটিটিউটের বিজ্ঞানীরা। তাদের সমীক্ষা অনুযায়ী, এই অঞ্চলে ৬৮টি প্রজাতির মাছ পাওয়া যায়। এর মধ্যে প্রায় ৪৮ প্রজাতির মাছ সঙ্কটের মুখে। আগামীতে এই সংকট আরো বাড়বে বলে আশঙ্কা বিজ্ঞানীদের। এখানকার কয়েকটি প্রজাতির মাছের প্রজনন খুব ধীরে হয়। এইসব মাছের হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা সবথেকে বেশি বলে ইন্সটিটিউটের বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন।

ডালে ডালে

২২/৪৪

সরকারের উদ্যোগে ভারতে ডালের উৎপাদন ধারাবাহিকভাবে বেড়েছে। ২০০৮-০৯ আর্থিক বছরে ডালের উৎপাদন হত ২৪.৭ লাখ টন, সেখানে ২০১৫-১৬ আর্থিক বছরে উৎপাদন হয়েছে ৫৭.৯ লাখ টন। উৎপাদন বাড়লেও ডালের আমদানিও বেড়েছে। ২০০৮-০৯ সালে আমরা আমদানি করতাম ১৪৫.৭ লাখ টন ডাল। ২০১৫ সালে সেই পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৭০.৬ লাখ টনে। এ তথ্য জানা গেছে ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব পালসেস রিসার্চ থেকে। **প্রশ্ন** হল, তাহলে সাধারণ মানুষের প্রোটিন বলে খ্যাত ডাল উৎপাদনে আমরা কী স্বাবলম্বী হতে পারব?

আমরা এখন দানাশস্য বলতে বুঝি চাল, গম ইত্যাদিকে। কিন্তু এমন অনেক দানা শস্য দেশে আছে যা খুবই পুষ্টিকর। ধান গমের অতি ব্যবহারে আমরা এইসব ফসলকে ভুলে গিয়েছিলাম। এখন বহুজাতিক কোম্পানিগুলি এর থেকে খাবার বানিয়ে বেশি দামে বাজারে নিয়ে আসছে। অথচ এইসব ফসল খুব সহজেই দেশের মাটিতে হওয়া সম্ভব, এমনকি খরাপ্রবণ এলাকায় ফলতে পারে। খাদ্য নিরাপত্তার জন্য এইসব ফসলের চাষ যেমন জরুরি, তেমনই কিছু ডাল রয়েছে যেগুলির চাষ এখন হয় না। এরকম কয়েকটি ডাল হল ঘেসো মটর, বাকলা, কুর্তি, মঠ ইত্যাদি যা আগে পশ্চিমবঙ্গে প্রচুর হত। এদের জলের চাহিদা বেশ কম। এরকম খুঁজে দেখলে দেশে বহু ডালের প্রজাতি পাওয়া যেতে পারে যা দেশে একফসলি জমিতে চাষ করা যায়। পরম্পরাগত কৃষি বিকাশ যোজনার আওতায় সরকারি সাহায্যেই এই চাষ হতে পারে।

দূষণ থেকে মানসিক রোগ

২২/৪৫

সুইডেনের উমিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষণায় জানা গেছে, যেসব শিশুরা খুব বেশি বায়ু দূষণের শিকার তাদের মানসিক রোগের সম্ভাবনা বহুগুণ বেড়ে যায়। তারা এই গবেষণাটি করেছিল ১৮ বছরের নীচে ৫ লাখ শিশু এবং কিশোর-কিশোরদের নিয়ে। তারা লক্ষ্য করেছিল, যেসব বাচ্চারা অতিরিক্ত দূষণযুক্ত এলাকায় বাস করে তাদের শরীরে এই দূষণ প্রবেশ করে এবং তা পরে মস্তিস্কে প্রভাব ফেলে। যার থেকে তাদের মানসিক অসুস্থতা দেখা দেয়।

জিন নয় চিনে

২২/৪৬

চিনের উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত হেলংজিয়াং প্রদেশ। চিনের এই প্রদেশে সবথেকে বেশি দানা শস্য উৎপাদন হয়। গত ১৬ ডিসেম্বর তারা আইন করে সেখানে যে কোনো রকম জিন বদলানো (জিএম) ফসল চাষ নিষেধ করেছে। এই আইনে জিন বদলানো খাদ্য ফসলের উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, বিক্রি, আমদানি সম্পূর্ণভাবে বে-আইনি হিসেবে বিবেচিত হবে। এখানকার প্রাদেশিক প্রধান ইয়াও দাউই জানিয়েছেন, এই আইন তৈরিতে সায় দিয়েছে এখানকার ৯১.৫ শতাংশ **বাসিন্দা**। সারা পৃথিবী থেকে বিভিন্ন দেশ জিন বদলানো খাদ্য ফসলের চাষ বাতিল করছে মানুষ এবং পরিবেশে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার কথা ভেবে। কিন্তু আমাদের সরকার এখনো এই চাষের পক্ষে ওকালিত চালিয়ে যাচ্ছে। আগে বলা হত, যেসব দেশ এই চাষ বাতিল করেছে তাদের জনসংখ্যা কম। চিনের সব থেকে বেশি খাদ্য ফসল উৎপাদক প্রদেশ জিন বদলানো ফসল চাষ বাতিল করার পর তারা কী বলবে এখন এটাই দেখার।

কৃষিতে লিঙ্গ সাম্য

২২/৪৭

২০১৫ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রসংঘের সুস্থায়ী উন্নয়ন শিখর সম্মেলন বিষয়ক (সাসটেনেবল **ডেভেলপমেন্ট** সামিট) - এ মিলিত হয়েছিলেন সারা পৃথিবীর নেতারা। লক্ষ্য ছিল ২০৩০ সালের মধ্যে পৃথিবী থেকে দারিদ্র, অসাম্য এবং অবিচার দূর করার জন্য ১৭টি লক্ষ্য স্থির করা এবং তা নিজেদের দেশে প্রয়োগ করার জন্য অঙ্গীকার করা। যেগুলিকে আমরা এখন সাসটেনেবল **ডেভেলপমেন্ট** গোল বা সুস্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্য হিসেবে চিনছি। একইরকমভাবে আমরা ২০০০ সালে মিলেনিয়ম **ডেভেলপমেন্ট** গোল পেয়েছিলাম। সুস্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যের একটি প্রধান উদ্দেশ্য হল, সুস্থায়ী কৃষি প্রসারের মাধ্যমে খাদ্য ও পুষ্টির নিরাপত্তা অর্জন করে ক্ষুধার সমাপ্তি ঘটানো। কীভাবে এই লক্ষ্য অর্জন হবে? বলা হয়েছে কৃষিতে লিঙ্গ বিভেদ রুখে মহিলাদের চাষি হিসেবে বিভিন্ন

পুনর্মুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

অধিকার দিতে হবে। আর ক্ষুদ্র মহিলা চাষিদের চাষে বিনিয়োগ বাড়াতে পারলে খুব ভালোভাবেই এই লক্ষ্য অর্জন সম্ভব। কারণ যে কটি দেশ এই কাজ করেছে তাদের খাদ্য ও পুষ্টির নিরাপত্তা বেড়েছে এবং দারিদ্র অনেকটাই কমেছে।

গত দশকে আমাদের দেশে মহিলা চাষিদের সংখ্যা অনেক বেড়েছে। এখন ৪০ শতাংশেরও বেশি মহিলারা কৃষি কাজে যুক্ত। সমস্ত মহিলা কর্মীদের ৮০ শতাংশ কৃষি কাজে যুক্ত। স্বাভাবিকভাবেই কৃষি উৎপাদন এখন অনেকটাই মহিলাদের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু তাদের বেশিরভাগেরই জমির অধিকার নেই। ফলে অন্যান্য বঞ্চনাসহ বিভিন্ন সরকারি সহায়তা থেকে তারা বঞ্চিত। তাহলে কীভাবে ভারতে এই লক্ষ্য অর্জিত হবে? শুধু অঙ্গীকার নয়, দেশের উন্নয়নের জন্য সরকারকে এ বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে।

আপনি কি কৃষিকাজ করেন!

।। দেশীয় বীজ ভাণ্ডারের যোগাযোগ কেন্দ্র।।

ইন্দ্রপ্রস্থ সৃজন ওয়েলফেয়ার সোসাইটি
গ্রাম - ইন্দ্রপ্রস্থ, পো:-বিশ্বনাথপুর, থানা - পাথরপ্রতিমা,
জেলা - দ:২৪ পরগনা, পিন - ৭৮৩৩৪৯,
ফোন নং - ৯৪৩২০১৩১৫৩ (অনিমেষ বেরা)

সংহতি বীজ ভাণ্ডার
পো - বাঙ্গালপুর, বাগনান,
জেলা - হাওড়া - ৭১১৩০৩
ফোন : ৯৮৩৬০২৫৫৮৩/৯৪৩২০১৩১৪০

হিঙ্গলগঞ্জ কৃষি প্রশিক্ষণ পরিষেবা কেন্দ্র
জেলা - ২৪ পরগনা (উ.), ব্লক - হিঙ্গলগঞ্জ

২৪৪২ ৭৩১১ ।। ২৪৪১ ১৬৪৬ ।। ২৪৭৩ ৪৩৬৪

সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারে সার্ভিস সেন্টার,৫৮এ, ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা-৭০০ ০৪২। দূরভাষ ২৪৪২ ৭৩১১,২৪৪১ ১৬৪৬, গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক ৫০ টাকা (সডাক)
সহযোগী সম্পাদনা ও হরফ বিন্যাস : শিপ্রা দাস, রূপায়ণ : অভিজিত দাস
সম্পাদক : সুব্রত কুন্ডু